গান্ধী সেবা সঙ্ঘের
www.gandhisevasangha.org
ওয়েব সাইট দেখুন
মুক্ত হস্তে সাহায্য করুন

সেবক

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের দ্বিমাসিক সাংস্কৃতিক পত্রিকা ৮ পাতা

কলকাতা ৩১ চৈত্র ১৪২৩ ● শুক্রবার ১৪ এপ্রিল ২০১৭ ● ২ টাকা

সঙ্ঘের গ্রন্থাগার
গান্ধী সেবা সঙ্ঘের গ্রন্থাগারের সদস্য পদ গ্রহণ করুন। প্রায় ১১,০০০ বই-এর ভাণ্ডার। বাড়িতেও নেওয়া যায়। মাসিক/সাপ্তাহিক পত্রিকা রাখা হয়।

সারা বছর বাংলা নিয়ে হইচই চাই

প্রচেত গুপ্ত

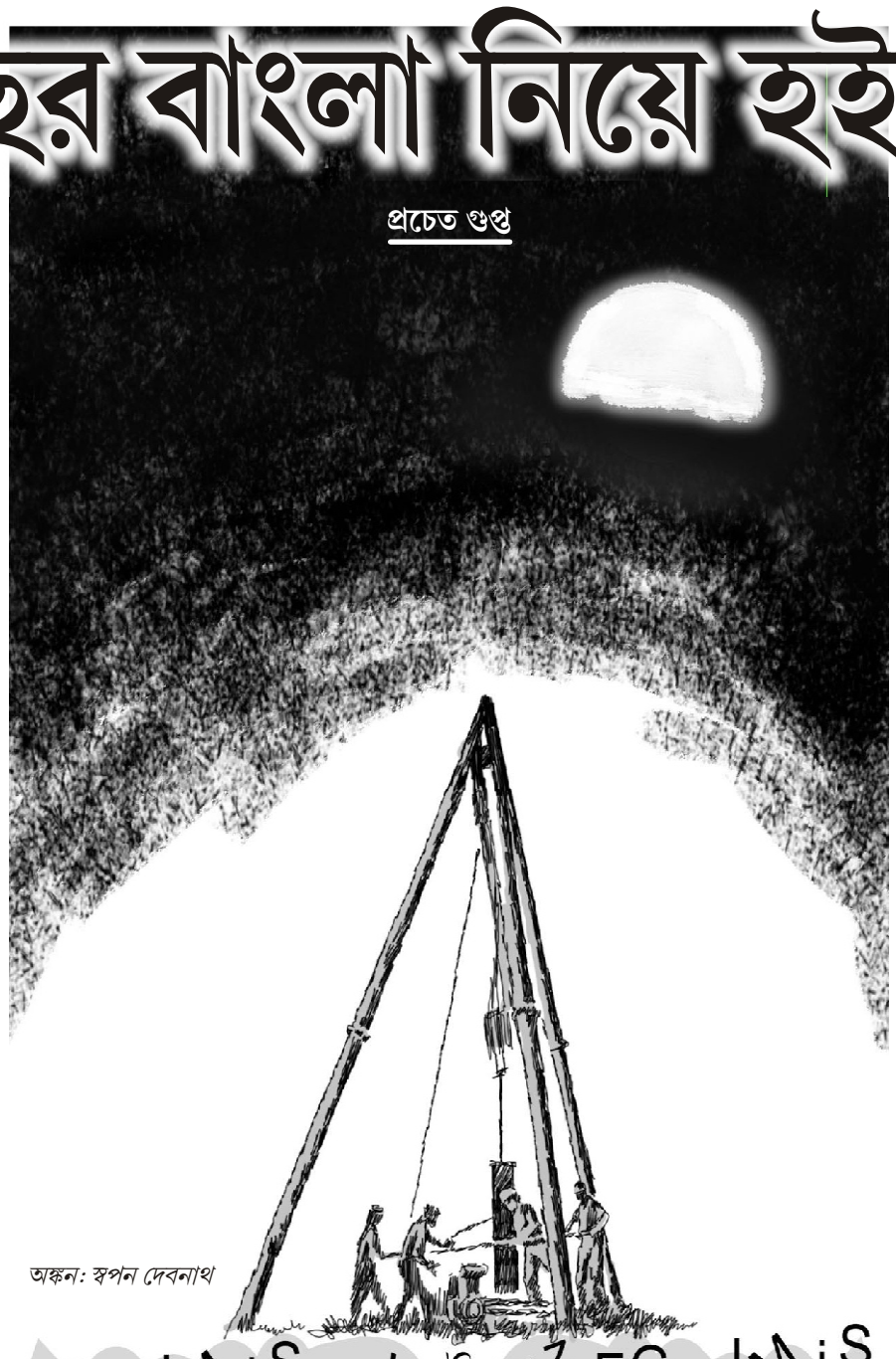

অঙ্কন: স্বপন দেবনাথ

সাতসকালে প্রশান্ত এসে হাজির। সঙ্গে বউ। প্রশান্ত আমার ছেলেবেলার বন্ধু। বহু বছর পরে আমার বাড়িতে এল। আসবে কী করে? থাকে তো দুবাই। দু'জনে সেজেছেও চমৎকার। শাড়ি-ধুতিতে একেবারে বাঙালি। প্রশান্তর বউয়ের হাতে গাদা খানেক মিষ্টি, আর ফুল। খুব একচোট গল্প হল। ওরা চলে যেতে আমি নতুন পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে স্কুটারটা নিয়ে বেরোলাম। ঘোষকাকুর বাড়ি গেলাম, সেনমাসিমার ওখানে ঢু মারলাম, অলকের বাড়ি হয়ে শান্তনুর দোকান, নবনিতাদির গানের স্কুল, চৈতালির বুটিক সেরে, অহর্নিশের স্টুডিও, দিতির ফ্ল্যাট, কুর্চির একজিবিশন, তন্ময়দের ক্লাবের রক্তদান শিবির হয়ে বাড়ি ফিরলাম। পেট বোঝাই। সব জায়গা থেকে একটা করে মিষ্টি। দু'চামচ করে ঘুগনি, একটা করে চপ খেয়েছি। না খেয়ে উপায় কী? খাব না বললেই তো মুখ হাড়ি হয়ে যাচ্ছে। বাড়ি এসে দেখি ভাই-বোন, দিদি সবাই এসে গেছে। তাদের ছেলেমেয়েরা হইচইতে বাড়ি মাতিয়ে দিয়েছে। কী ব্যাপার না, তারা আজ ঠিক করেছে, কথা বলার সময় একটাও ইংরেজি শব্দ বলা চলবে না। বললেই দু'টাকা করে ফাইন। মজার ব্যাপার দেড় ঘণ্টা খেলা চলেছে, কিন্তু ফাইনের বহর এমন কিছু হয়নি। খোঁজ নিয়ে তো আমি হাঁ। আজকালকার ছেলেমেয়েরা যে এত বাংলা শব্দ জানে! কে জানত রে বাবা।

দুপুরে ভাত, মাছ, মাংস, দই রসগোল্লা। জমিয়ে আড্ডা। বিকেলে বোনঝির ফাংশন দেখে ফিরতে ফিরতে রাত। স্কাইপেতে ভাইপো ধরল সানফ্রান্সিসকো থেকে। ওখানে পড়াশোনা করতে গেছে। ওকে গোটা দিনের হইচইয়ের খবর জানিয়ে যখন শুতে গেলাম তখন রাত হয়ে গেছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। নববর্ষের প্রথম দিনটা ফুরিয়ে গেল।

এই গল্প শুধু আমার নয়, এই গল্প আপনাদের অনেকের। এবারের পয়লা বৈশাখ আপনারা কমবেশি অনেকেই এই ভাবে উপভোগ করেছেন। যাঁরা পারেননি, তাঁরা মনে মনে উৎসবের সঙ্গে মেতে থেকেছেন। মোদ্দা কথা হল, বাঙালি এই দিনটায়, মন খুলে বাঙালি হতে চায়। পছন্দ করে। সে যে বয়েসেরই হোক। যত খাঁইমাঁই করে ইংরেজি বলে বেড়ানো ছেলেমেয়ে হোক। কিন্তু সবই সেই একটা দিনের জন্য। আমার আপত্তি এখানেই। কেন আমরা বাংলার এই চেতনা, বাংলার এই আবেগ, বাংলার এই বিশ্বাসকে বড় করে তুলতে পারছি না? আমি মনে করি, পারছি না নয়, চাইছি না। আমরা যদি চাইতাম, পয়লা বৈশাখকে এই বাংলায় হইচই করে মাতিয়ে দিতাম। ধরা যাক যদি এরকম হত--

১) সব ক্লাব, সব সংগঠন শোভাযাত্রা বের করে। বাংলাদেশ যদি পারে, আমরা কেন পারব না?

২) সব রাজনৈতিক দলের সপ্তাহ জুড়ে একটাই স্লোগান– বাংলার মঙ্গলের জন্য ভাবি।

৩) সরকার এই সময় দুটো করে বাংলার বন্ধ কারখানা খুলবেই খুলবে।

৪) সব সিনেমা হলে এক সপ্তাহের জন্য বাংলা সিনেমা চলবে। পুরনো সিনেমা দেখালে কর মকুব।

৫) দশদিন ধরে বাঙালি যুবকদের ব্যবসার জন্য ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা করেছে ঋণমেলার।

৬) এই সময় বিদেশ বা প্রবাস থেকে বাঙালি ছেলেমেয়েরা কেউ আসতে চাইলে ট্রেনে-বাসে মিলবে বিশেষ ছাড়।

৭) রেডিওতে এক সপ্তাহ শুধু বাংলা গান।

৮) বাংলা মাধ্যম স্কুলের সেরা ছেলেমেয়েরা পাবেন ভবিষ্যৎ উচ্চশিক্ষার খরচ বহনের ভরসা। হাতে তুলে দিতে হবে ফিক্সড ডিপোজিটের কাগজ। এতে অংশ নিতে হবে বাংলার বেসরকারি শিল্পপতিদেরও। বাংলার স্বার্থে।

৯) সরকার ঘোষণা করবে যারা বাংলা মাধ্যমে লেখাপড়া শিখে ভাল ফল করেছে, তাদের জন্য সরকারি চাকরিতে অগ্রাধিকার।

১০) এক সপ্তাহের জন্য বাংলা গল্প উপন্যাসে বইতে বিরাট ছাড়।

এমনটা সত্যি হলে তখন আর একদিন নয়, সারা বছর বাংলার জন্য হই হই হবে। তাই না? ভাষাকে, সংস্কৃতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে গেলে শুধু একটা দিন ধুতি-পাঞ্জাবি পরলে হবে না। কড়া হতে হবে। শুধু বাংলায় কথা বললে বাংলা টিকবে না। বাংলা ভাষা যেন বাঙালির ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করে।

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের জন্য মুক্ত হস্তে দান করুন

কিছু কথা গান্ধী সেবা নিবাস

গৌতম সাহা

উত্তর বাংলার চা বাগান ঘেঁষা ছোট্ট শহরের নিম্নবিত্ত ছোট পরিবার। বিধবা মা, ছেলে, তার বৌ আর প্রাইমারি স্কুলে পড়া দুরন্ত নাতির ছোট সংসার। ছেলে বেসরকারি ছোট সংস্থার সামান্য কর্মচারি হলেও বাবার বানানো মাথা গোঁজার নিজস্ব বাড়িটি থাকায় মোটামুটি আনন্দেই দিন কাটছিল। শুধু, কিছুদিন ধরেই বাচ্চাটির মাঝে মাঝে জ্বর আসছিল। দিন দিন দুর্বল হয়ে পরছিল ছেলেটি। শেষ পর্যন্ত ধরা পরলো ছেলেটি ব্লাড ক্যান্সার রোগের শিকার। মুহূর্তে পরিবারটির মাথায় আকাশ ভেঙে পরেছিল। পাড়া প্রতিবেশী, স্কুলের শিক্ষকরা, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য, ক্লাবের সদস্যরা -- সবাই পাশে দাঁড়ালেন, সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ডাক্তারবাবুরা জানালেন চিকিৎসা সম্ভব, কিন্তু তার জন্য অনেক দিনের জন্য ছেলেটিকে নিয়ে কলকাতাতেই থাকতে হবে। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা তো না হয় বিনা খরচে বা সামান্য খরচে হবে, কিন্তু অত দিনের জন্য থাকার জায়গা কোথায়? খরচ করে হোটেলে থাকা অসম্ভব! একটু দূর সম্পর্কের আত্মীয় কলকাতায় থাকেন বটে, টেলিফোনে যোগাযোগ হয়েছে, তবে তিনি মোটেই উৎসাহ দেখাননি। মুম্বাই শহরে ভারত সেবাশ্রম সহ বেশকিছু প্রতিষ্ঠানে ক্যান্সার রোগীদের থাকবার ব্যবস্থা আছে বটে। কিন্তু কলকাতায়! 'এমন সময়ই হঠাৎ এক ক্যান্সার রোগীর আত্মীয়ের কাছে একেবারে মনের মত এক থাকার জায়গার সন্ধান তাঁরা পেয়ে গেলেন।' কলকাতার শ্রীভূমির গান্ধী সেবা সঙ্ঘের 'সেবা নিবাস'। যেখানে খুব কম খরচে এইরকম সমস্ত ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসাকালীন থাকার জন্যই বেশ কয়েকটি ঘরের ব্যবস্থা রয়েছে। এই সেবা নিবাস থেকে আর জি কর হাসপাতালটি মাত্র সাড়ে তিন কিমি পথ। বাসের সুবিধা অফুরন্ত। যাওয়া আসাতে কোনও অসুবিধা নেই। তুবও নির্বান্ধব শহর কলকাতা, ভয় আর সংশয় নিয়েই ছেলেটিকে সঙ্গে করে বাবা-মা দুজনেই হাজির হলেন, 'সেবা নিবাস'-এ। তারপর, সে এক ইতিহাস। দফায় দফায় দীর্ঘ প্রায় তিন বছর ধরে চিকিৎসা চলল। একেবারে শুয়ে পরা ছেলেটি ধীরে ধীরে সুচিকিৎসার ফলে সক্ষমতা ফিরে পেতে থাকলো, এক সময়ে পাশের স্কুলে ভর্তিও হয়েগেল। তার এক শুভ মূহুর্তে চিকিৎসকদের পরামর্শমত তার এত দিনের থাকার জায়গা

'সেবা নিবাস' ছেড়ে নিজের বাড়ি ফিরে গেল, একে বারে সুস্থ হয়ে। এখনো তাকে বছরে দু - একবার হয়তো অল্প সময়ের জন্য চেক আপের জন্য কলকাতায় আসতে হত। তখন সুযোগ পেলেই তার দুঃসময়ের সাক্ষী থাকার জায়গাটি একবার দেখতে আসে ছেলেটি।

যেখানে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার নিঃসহায় ক্যান্সার রোগীকে চিকিৎসার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কলকাতায় আসতে হয়, থাকবার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়, কিংবা নিরুপায় হয়ে হাসপাতাল চত্বরেই সাময়িক ডেরা বাঁধতে হয়। সেখানে মরুভূমিতে প্রায় মরুদ্যান গান্ধী সেবা সঙ্ঘের 'সেবা নিবাস' সম্বন্ধে জানতে কৌতুহল হয় বৈকি।

১৯৪৬ সালে স্থাপিত জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ ৭০ বছর ধরেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বনির্ভরতা নিয়ে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিগত ২০০০ সাল থেকে ক্যান্সার গবেষক ও সঙ্ঘের পরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্য ডাঃ অসীম চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে গান্ধী সেবা সঙ্ঘ জনসাধারণের মধ্যে ক্যান্সার সচেতনতা নিয়ে কাজ শুরু করে। অনেকগুলি আলোচনা সভা আয়োজন করে যেখানে ডাঃ অনুপ মজুমদার, ডাঃ সুবীর গাঙ্গুলী, ডাঃ শঙ্কর নাথ, ডাঃ জয়দীপ বিশ্বাস, ডাঃ গৌতম মুখার্জী সহ বহু বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা তাদের সুচিন্তিত মতামত দিয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই ক্যান্সার রোগীদের থাকার সমস্যা বিষয়টি নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। তারই ফলস্বরূপ কিছু সেবামনস্ক মানুষের দানে চারটি ঘর এবং একটি বড় হলঘর তৈরি হয় ২০০৫ সালে। এই ভাবেই সেবা নিবাসের কাজ শুরু হয়। যতদূর জানা যায়, কলকাতার বুকে ক্যান্সার রোগীদের জন্য সমাজ সেবামূলক এই ধরনের প্রয়াস এই প্রথম। এরপর ক্রমে ক্রমে নানা মানুষের ছোটবড় দানে গড়ে ওঠে একটি কমন রান্না ঘর ও আরও ২১টি দুই শয্যার ঘর। আছে ফ্রিজ, গিজার। বিনোদনের জন্য আছে টিভি, ক্যারাম, খবরের কাগজ। এর মধ্যে রান্না ঘরটিকে আরও উন্নত করা হয়েছে। গ্যাসে রান্নার ব্যবস্থা হয়েছে। স্থানীয় বিধায়কের সহায়তায় রোগীদের হাসপাতালে যাওয়া আসার জন্য নিজস্ব গাড়ীর ব্যবস্থা আগামীদিনে নেওয়া হচ্ছে।

এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলায়, বিহার, ঝাড়খন্ড, ওড়িষা, নর্থ ইস্ট রাজ্য ও বাংলাদেশ থেকে ১৫০০ বেশি ক্যান্সার রোগী বিভিন্ন সময়ে এই সেবা নিবাসে থেকে চিকিৎসা করে গিয়েছেন। প্রতিটি ঘরে একজন রোগী ও তার সঙ্গী থাকেন। থাকবার খরচবাবদ রোগীদের ঘর অনুযায়ী ১০০, ১২০ টাকা অনুদান দিতে হয়ে। বিশেষ দুঃস্থ রোগীদের জন্য বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থাও আছে। এমনকি কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সেবা নিবাস থেকেই রোগীদের ওষুধ কিনে দেওয়া হয় এবং দুঃস্থ রোগীর সাহায্য তহবিল থেকে সাহায্যও করা হয়।

যোগাযোগ: 'সেবা নিবাস' গান্ধী সেবা সঙ্ঘ, (শ্রীভূমি পোস্ট অফিসের পাশে), ২০৭/১, এস কে দেব রোড, কলকাতা- ৭০০০৪৮।

ফোন নম্বর - ০৩৩ ২৫২১৪০১১
দীপা দত্ত: ৯০০৭৮৩৩০৩৬
অপূর্ব কুণ্ডু: ৯৫৯৩৫৭৬০৮৪
গৌতম সাহা,সম্পাদক: ৯৪৩২০০০২৬০

বাস
২১৫/১, ৩০সি, ২১১ এ,
৪৪, ৪৫, ২২১, ২২৩, ১২সি/২।

আরও কিছু কথা গান্ধী সেবা নিবাস

সমীর নন্দী

যতদূর মনে পড়ে ডঃ অসীম চ্যাটার্জীকে কনভেনর করে একটি বিশেষ কমিটি তৈরী হয়েছিল, দোতলায়, গরীব দুস্থ ক্যানসার রোগীদের থাকার ব্যাবস্থা করার জন্য। সালটা ২০০৫। টাকা জোগাড় করার জন্য ডালহাউসীতে আর বি আই এর ইউনিয়ন অফিসে ডঃ চ্যাটার্জীর সাথে গিয়েছিলাম। ওরা সাহায্য করেছিল। ডঃ চ্যাটার্জীও ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেক টাকা তুলেছিলেন এবং উপদেশ দিয়েও সাহায্য করেছিলেন। ক্যানসারের উপর সেমিনারও করেছিলেন। পরবর্ত্তী সময় সকল রাজনৈতিক দলের এম্ পি দের এবং এম্ এল এদের সাহায্য এবং সহযোগীতা এবং বিভিন্ন জনের সাহায্য এবং দানে পুষ্ট হয়ে আজকের গান্ধী সেবা নিবাস পূর্ণতা লাভ করেছে।

প্রথমে ৪টি ঘর বাথরুম সহ এবং একটি ডর্মিটরি। পরে চাহিদা বাড়াতে ওটাকে ৮ টি ঘর কমন বাথরুম সহ বানানো হয়। পশ্চিম বাংলার দূর দূরান্ত থেকে এবং বাংলাদেশ থেকে আর জি কর ও এন্ আর এস মেডিকাল কলেজ হয়ে রোগী আসতে থাকে।

স্থানাভাবে তিনতলায় ৬টি ঘর কমন বাথরুম সহ তৈরী হয়, টিনের সেড দিয়ে। একটি বড়ো রান্নাঘরও তৈরী হয়। বাসনপত্র সামান্য চার্জে সরবরাহ করা হয়। শীতকালে রোগীদের জন্য গীজার থেকে গরম জলের ব্যবস্থা আছে। কম্বলও দেওয়া হয়। কমন প্লেসে দোতলায় একটি টি ভি, ক্যারম বোর্ড আছে বিনোদনের জন্য। জল বিশুদ্ধকরণ মেশিন, ফ্রীজ, ওয়াশিং মেশিন, টেবল, চেয়ার, আরাম কেদারা , ইত্যাদি অনেকে দান করেছেন।

গত বছর আরও ১০ টি ঘর কমন বাথরুম সহ তৈরী হয়েছে। শ্রী উৎপল ঘোষ মহাশয় দায়ীত্ব নিয়ে এ কাজ করেছেন। সব ব্যাপারে নজর রেখে কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী গৌতম সাহা এবং অনেক ব্যাপারেই সহায়তা করেছেন শ্রীমতি জবা গুহ ঠাকুরতা।

বর্তমান বিধায়ক শ্রী সুজিত বসু মহাশয় হাসপাতালে রোগীদের যাতায়াতের সুবিধের জন্য একটি গাড়ির ব্যাবস্থা করবেন বলে কথা দিয়েছেন। এ জন্য তাঁকে ধন্যবাদ।

কোন জিনিস পূর্ণতা পেলে তাকে রক্ষণাবেক্ষণের গুরুদায়িত্ব এসে যায়। আয়-ব্যয়ের হিসেব, রক্ষণাবেক্ষণের কাজ আমরা যৌথভাবেই করে যাচ্ছি। যুগ্ম কনভেনর হিসাবে আমি, অনিরুদ্ধ ঘোষ, সুব্রত পাল, এবং প্রতীপ সাহাও কম্পিউটারে হিসেব রাখতে সাহায্য করছেন। দুজন কর্মী শ্রীমতি দীপা দত্ত ও শ্রী অপূর্ব কুন্ডু সর্বক্ষণ থেকে রোগীদের অভাব-অভিযোগ দেখছেন। এদের ভবিষ্যনিধী চিন্তার মধ্যে আনলে সর্বাঙ্গ সুন্দর হবে বলে আশা করি। আরও কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

ক্যান্সার রিলিফ ফান্ড

আমরা একটি ক্যানসার রিলিফ ফান্ড তৈরী করেছি। বহু মানুষের এই শুভ কাজে সাহায্য আসছে। শ্রীমতি রেখা রায় চৌধুরী যতদিন বেঁচে ছিলেন প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা দিতেন। এছাড়াও অর্থ সাহায্য নানা দিক থেকে আসে। আমাদের সুবিধে হয় প্রয়োজন মত খরচ করতে। BHEL সংস্থার মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে সেবা নিবাসের আবাসিকদের ব্যবহারের জন্য ১০ টি প্রেসার কুকার, ১০ টি গ্যাস ওভেন দেওয়া হয়েছে। এই মহিলারা যে আমাদের কার্য্যকলাপ দেখে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে এসেছেন, রোগীদের সঙ্গে আলাপ করেছেন, তাদের সুখ দুঃখের কথা শুনেছেন, সেটাই বড় পাওয়া। আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। সেবা নিবাসের জন্য যাঁরা আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

মিনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় -	২০০০০
সুজাতা টাট -	৩০০০০
রুমা ব্যানার্জী -	১০০০০
সেমন্তী ব্যানার্জী -	২০০০

সংস্থিতা একটি নির্যাতন বিরোধী সংস্থা

মিতা চ্যাটার্জি

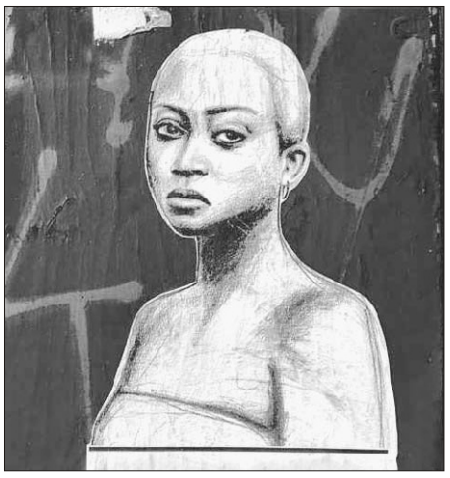

প্রায় ২০০ জন বাচ্চার স্কুলের সকল সরঞ্জাম দেওয়া হয় যাতে সারা বছর তাদের বই ছাড়া আর কিছুই কিনতে হয় না। এমন কি বর্ষাকালে ছাতা পর্যন্ত তারা পায়। এর জন্য স্টেট ব্যাঙ্কের কালিন্দি শাখা ও তার সহকর্মীরা এবং কালিন্দির শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে সংস্থিতা কৃতজ্ঞ। এই ভাবেই সংস্থিতা তার সাধ্যমত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সকলের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে।

২০০০ সালের জানুয়ারী মাসে এই কালিন্দি হাউসিং এস্টেট-এর বুকে ঘটে গিয়েছিল একটি মর্মান্তিক পারিবারিক ঘটনা। রাত তখন গভীর। দুটি নিষ্পাপ শিশু (যাদের বয়স যথাক্রমে ৫ বছর থেকে ১২ বছর) চিৎকার করে সকলকে ডাকছে আমার মাকে বাঁচাও, আমার বাবা, ঠাকুমা ও দাদু মাকে মেরে ফেলছে, বাচ্চা দুটির গায়ে একটিও গরম জামা নেই, উদভ্রান্তের মতন পাড়া-পড়শীদের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। আমার মাকে বাঁচাও। মর্মান্তিক সেই দৃশ্য দেখে কালিন্দির আবাসিকরা যে যেমন ভাবে পেরেছে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে, এবং সাহায্যের হাত বারিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যদি বা ভদ্রমহিলাকে খুনের হাত থেকে বাঁচানো গেল তবু সমস্যা মিটল না কারণ ওই ভদ্রমহিলার শ্বশুর, শাশুড়ি এবং স্বামী বাচ্চা দুটিকে এবং ওই ভদ্রমহিলাকে বাড়ি থেকে বার করে দিল এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল, এরকম একটি অবস্থায় কালিন্দির আবাসিকরা লেকটাউন থানার স্মরণাপন্ন হলেন, এর মূল হোথা ছিলেন কালিন্দির আবাসিকের এক সহৃদয় কর্মজীবি মহিলা (আইনের রক্ষক) যার আন্তরিক প্রচেষ্টায় মাননীয়া শ্রীমতি ভারতী ঘোষ আই.পি.এস. অফিসার, যিনি সেই সময় ভবানী ভবনে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, সমস্ত ঘটনা শুনে ঐ নিপীড়িতা, নির্যাতিতা মহিলাকে সর্বতোভাবে আইনের সাহায্যে পাকাপাকি ভাবে তার শশুর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। পাড়ার মানুষজন সর্বক্ষণ তাদের দেখাশুনা করতে থাকলেন। এই ভাবে ওই ভদ্রমহিলা এবং বাচ্চা দুটির বিভিন্ন বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে চলতে থেকে কঠিন জীবন সংগ্রাম। আস্তে আস্তে মাস, বছর গড়াতে থাকে। কালিন্দির শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা ভাবতে থাকেন কিভাবে রুখবেন ঘরে ঘরে এই নির্যাতন? তখনই কয়েকজনের মাথায় আসে একটি নির্যাতন বিরোধী সংস্থা তৈরি করলে কেমন হয়, যেখানে নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষ এসে জানাতে পারবেন তাদের সমস্যা। সেই ভাবনাই রূপান্তরিত হল কালিন্দির আবাসিকে একটি এনজিও। এই এনজিওটি কালিন্দির অ্যাসোসিয়েশন হলে কালিন্দি আবাসিকদের উপস্থিতিতে এবং ওই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে তৈরি হল সংস্থিতা। সংস্থিতা রেজিস্ট্রেশন পায় ২০০৫ সালে। সংস্থার নিজস্ব ভাবনাচিন্তা, অর্থব্যবস্থা সবটাই তাদের নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বর্তমানে একটি অ্যাডভাইজার বোর্ড গঠন করা হয়েছে যেখানে কালিন্দির সাহিত্যিক, কবি, প্রফেসার, ডাক্তার, সমাজসেবক এমন সব ব্যক্তিত্ব রয়েছেন।

বর্তমানে ২৫ জন বাচ্চাকে অঙ্কন শিক্ষা দেওয়া হয় বিনা পয়সায় এবং আঁকার সমস্ত সরঞ্জাম-- খাতা, পেন্সিল, রাবার, কালার বক্স, বোর্ড, সবই সরবরাহ করে সংস্থিতা। মাসে একদিন অনুন্নত এলাকায় বয়স্ক স্বাক্ষরতার ব্যবস্থা করা হয়, নির্যাতিত মানুষদের আইনগত পরামর্শ দেওয়া, দরকার মত কাডন্সেলিং করা, পারিবারিক বিবাদ বিষয়ে সংস্থিতায় লিখিতভাবে জানালে তার সমাধান, দূর্গতদের পাশে দাঁড়ান এবং তাদের সাহায্য করা, পরিবেশ সচেতনতা, বৃক্ষরোপণ, No Parking Board লাগানো, যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং বন্ধ করা। শিশু নির্যাতন বন্ধ করা, স্ত্রীলোকেরা যাতে তার স্বামীর ওপর অকারণে নির্যাতন না করে তার দিকেও সংস্থিতা লক্ষ রাখে। অনুন্নত স্কুলগুলিতে প্রতিবছর বাচ্চাদের গরমে যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য সংস্থিতা সেই সব স্কুলগুলিকে তাদের অনুমতি নিয়ে ১টি করে ফ্যানের ব্যবস্থা করে। অনাথ আশ্রমে শিশুদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র প্রদান করে। এছাড়া বৃদ্ধাশ্রমেও বছরে দুবার করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে প্রয়োজন মত জিনিস দিয়ে সাহায্য করে কারণ এই সকল মানুষ সত্যিকারের অবহেলিত যাদের বাড়ির কেউ খবর রাখে না -- এরা কেমন আছে আর কিভাবে আছে।

ইতিমধ্যে সংস্থিতা শ্রীভূমি গান্ধী সেবা সঙ্ঘে যেসমস্ত (ক্যান্সার) আক্রান্ত রোগীরা আছেন তাঁদের সঙ্গে মাসে দু-একবার দেখা করার কথা ভাবছে, তাঁদের সঙ্গে একটু সময় কাটানো, একটু গল্প করা, মন ভালো রাখা, যাতে তারা এই রোগের কথা কিছুটা ভুলে থাকতে পারেন।

এখানে একটি আনন্দের সংবাদ জানানো হচ্ছে ২০১৪ ফেব্রুয়ারি - ২০১৬ পর্যন্ত প্রতি বছর STATE BANK OF INDIA তাদের বাৎসরিক ফান্ড থেকে একটি পরিষেবা দিয়ে থাকে অনুন্নত স্কুলগুলির বাচ্চাদের, সংস্থিতার মাধ্যমে। সেখানে উপস্থিত থাকেন স্টেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সহ অফিস-কর্মীরা। প্রায় ২০০ জন বাচ্চার স্কুলের সকল সরঞ্জাম দেওয়া হয় যাতে সারা বছর তাদের বই ছাড়া আর কিছুই কিনতে হয় না। এমন কি বর্ষাকালে ছাতা পর্যন্ত তারা পায়। এর জন্য স্টেট ব্যাঙ্কের কালিন্দি শাখা ও তার সহকর্মীরা এবং কালিন্দির শুভবুদ্ধিসম্মন্ন মানুষের কাছে সংস্থিতা কৃতজ্ঞ। এই ভাবেই সংস্থিতা তার সাধ্যমত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সকলের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে।

সংস্থিতা (গীতা মুখার্জী)

একটি নির্যাতন বিরোধী সংস্থা। সম্পূর্ণভাবে গভঃ রেজিস্টার - Regd no - S/1L/31619 to 2005 -2006, ৮০ জি প্রাপ্ত। এখানে নির্যাতিত মানুষদের সম্পূর্ণ বিনা খরচায় আইনি সহায়তায় দান করা হয়। এছাড়া বাচ্চাদের আকাঁ শেখানো এবং ইংরেজি শিক্ষাদানের সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

যোগাযোগ -

৯৪৩৩০২৮৫৮৪/ ৯৮৩৬৩২৭১৬৮

একটি মনে রাখার মত অভিজ্ঞতা

অসিমা, দিলসাদ, সুকুমার ও সুস্মিতা

আমরা IGNOU-র বি এস ডাব্লিউ কোর্সের ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ ১৬ই মার্চ ২০১৭ তারিখে গান্ধী সেবা সঙ্ঘ পরিদর্শন করতে এলাম। গান্ধী সেবা সঙ্ঘ পরিদর্শন করার পর বুঝতে পারলাম যে একজম সমাজসেবীকে কীভাবে সমাজকে নিয়ে কাজ করতে হয়। অতএব গান্ধী সেবা সঙ্ঘের সকল সদস্যদের কাছ থেকে যে আন্তরিক ব্যবহার আমরা পেয়েছি তা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে একজন সমাজসেবী হতে গেলে সর্বপ্রথম মানুষের সাথে অন্তরঙ্গভাবে মেশা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই জন্য আমরা স্থির করেছিলাম যে ২৫ দিনের বরাদ্দ ফিল্ড ওয়ার্কও আমরা এখান থেকেই করব। সর্বপ্রথম বলা আবশ্যক যে গান্ধী সেবা সংঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রী গৌতম সাহা মহাশয় মাটির মানুষ। তিনি জানেন মানুষকে কিভাবে ভালবাসতে হয়। আমাদের সামাজিক কাজের পিছনে উনিই হবেন অনুপ্রেরণা। আর অনুসরণ তাঁদেরকেই করতে হয় যাঁদের দ্বারা সমাজ উপকৃত হয়। গান্ধী সেবা সঙ্ঘ তাঁদের অন্যতম।

গান্ধী সেবা সঙ্ঘ কিভাবে মানুষের উপকার হয় সেই দিকেই অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। সঙ্ঘের চারিপাশে যারা আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল তাদের শিক্ষার দিক দিয়ে অগ্রগতি করার জন্য লাইব্রেরির ব্যবস্থা আছে। সেখানে প্রায় ১১,০০০ বই আছে। ছোটোদের গল্পের বই থেকে সকল বয়সের জন্য সাহিত্য, উপন্যাস, ইত্যাদি আছে। লাইব্রেরিতে বসে পড়ারও ব্যবস্থা আছে। ভবিষ্যতে আরও বই আনানোর পরিকল্পনা আছে। এছাড়া 'সেবক' নামে যে দ্বিমাসিক পত্রিকাটি গান্ধী সেব সঙ্ঘের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়, সেটিও যথেষ্ট আকর্ষণীয়, তথ্য সমৃদ্ধ।

গান্ধী সেবা নিবাসে ক্যানসার রোগীদের সুলভে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে, এখানে বাংলাদেশ থেকেও রোগীরা আসেন। এখানে তাঁদের ওষুধ রাখার জন্য ফ্রিজ, বিছানা, আলাদা বাথরুম, পাখা, প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। বিনোদনের জন্য টিভি, ক্যারাম বোর্ড, লুডো, গল্পগুজবের জায়গাও রয়েছে। তাই তাঁরা এখানে একাকিত্বে বা হীনমন্যতায় ভোগেন না, তাঁরা সকলে একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছেন। এঁদের সর্বক্ষণের সুবিধের জন্য শ্রী অপূর্ব কুন্ডু তাঁদের পাশে থাকেন।

জরুরি পরিষেবার জন্য অ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথির ক্লিনিক আছে। এই ক্লিনিকগুলি বিশেষ করে আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল শ্রেণীর জন্য। যাঁরা এই সুবিধা ব্যবহার করে থাকেন এবং প্রায় বিনামূল্যে ওষুধ পান, তাঁদের সাথে আমরা চারজনই কথা বলে বুঝেছি যে এই ক্লিনিকগুলি তাঁদের কাছে মরুভূমিতে মরুদ্যানের মত।

সঙ্ঘে শিশুদের জন্য আঁকার ক্লাসের ব্যবস্থা আছে। সেখানে আমরা কাজ করেছি। এখানে বাচ্চারা এত সুন্দর আঁকায় পারদর্শী হয়ে উঠেছে যে আমরা তাদের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছি। আরো একটি জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম যে, এদের মধ্যে শেখার চাহিদা খুব বেশি। তাই সঙ্ঘ ওরিগামির শিক্ষাও শুরু করার কথা ভাবছে। এছাড়াও এখানে সেলাই শেখানো, বাচ্চাদের নৃত্য, অঙ্গনওয়ারি কর্মীদের কাজ করার জন্য একটা বড় জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সমাজের আরও সেবার জন্য একটা গান্ধী সেবা সদন হাসপাতাল তৈরির পথেই। ওপিডি ও বিভিন্ন পরীক্ষা করার ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। সর্বশেষে আমরা বলতে চাই যে ৭০ বছরের পুরোনো এই সংস্থার যতটা পরিচিতি প্রাপ্য, ততটা নেই। আমরা IGNOU-র পক্ষ থেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে যাতে গান্ধী সেবা সঙ্ঘের মত সংস্থা বহু মানুষের মনে স্থান করে নিতে পারে তার জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

সেবক
৩১ চৈত্র ১৪২৩ শুক্রবার ● ১৪ এপ্রিল ২০১৭

সেবার মনোবৃত্তি

৮ মার্চ, ২০১৭ বিধানসভায় পেশ হয়েছিল রাজ্যে নতুন স্বাস্থ্য বিল পশ্চিমবঙ্গ চিকিৎসাকেন্দ্র (নিবন্ধীকরণ, নিয়ন্ত্রণ ও স্বচ্ছতা) আইন, ২০১৭ এবং ১৬ মার্চ ২০১৭ রাজ্যপালের স্বাক্ষরের পর সেই বিল আইনে পরিণত হয়। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মুখ্যমন্ত্রী বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে জানিয়ে দিয়েছিলেন চিকিৎসা ব্যবসা নয়, সেবা। এবং তাতে লাভ করা যেতেই পারে কিন্তু মানবিক মূল্যবোধ হারালে চলবে না। রোগীদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে এবং প্যাকেজের তোয়াক্কা না করে আকাশছোঁয়া বিল করা, অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ঔষধের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। চিকিৎসা ব্যবসাকে করতে হবে স্বচ্ছ এবং দুর্নীতিমুক্ত। এই নতুন আইনের অবতারণা যা সরকারের মতে এক দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ, রোগীবান্ধব এবং উচ্চ গুণমানের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে মূলত বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে বাধ্য করবে। পত্রিকা 'সেবক'ও মনে করে যে বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবা ব্যবসা হলেও মুনাফা করতে হবে সেবার মনোবৃত্তি নিয়েই। গান্ধী সেবা সঙ্ঘের এই দ্বিমাসিক সদস্যদের জন্য পত্রিকা 'সেবক' সেবার বার্তা ছড়ায় সেবার মনোবৃত্তি নিয়েই।

প্ল্যানেট ক্যুয়ার

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের প্রকৃত বন্ধু

প্রবীর গুহ ঠাকুরতা

প্ল্যানেট ক্যুয়ার সুদূর ফ্রান্সের এক সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ৪২ সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এরা যুক্ত। সোভাগ্যবশত ১৯৯৫ সালে শ্রীমতি জেনিন ওয়ালটার ও শ্রীমতি মনিক শিফার্ড শ্রদ্ধেয় মাণিক্য রতন গুহ ঠাকুরতার সান্নিধ্যে এসে গান্ধী সেবা সঙ্ঘ দেখতে অর্থ আমরা সাংগঠনিক কাজে, ওষুধ কিনতে, সেবাকর্মীদের অর্থ সাহায্য করতে ও ক্যানসার বিভাগে নিয়মিত খরচ করছি। শ্রীমতি মারিয়া ফশ্, ডঃ পিয়ের ভেরাউস্ট সস্ত্রীক সঙ্ঘ পরিদর্শনে বারাবার এসেছেন। শ্রীযুক্ত প্রবীর গুহ ঠাকুরতা নিয়মিত প্ল্যানেট ক্যুয়ারের সাথে যোগাযোগ রাখেন। সঙ্ঘের

আসেন। সঙ্ঘের কার্যবিধি এবং সকল কর্মীদের সাথে আলাপ করে এতটাই অভিভূত এবং মুগ্ধ হন যে সেই মূহুর্তেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন। সেই থেকে আমরা নিয়মিত ভাবে এঁদের কাছ থেকে বহু অর্থ সাহায্য পেয়ে আসছি। তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করার নয়। তাঁদের দেওয়া আয়-ব্যয়ের হিসেব, গঠনমূলক কাজের বিবরণ তাঁদের নিয়মিত পাঠানো হয়। গত ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, সস্ত্রীক ডঃ পিয়ের ভেরাউস্ট সঙ্ঘ পরিদর্শনে আসেন। আমাদের সদস্যরা সকলে জমায়েত হয়ে তাঁদের স্বাগত জানায়। দুটি সংস্থার মধ্যে এই আন্তর্জাতিক মেলবন্ধন ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক চিরকাল অটুট থাকে সেই প্রার্থনাই করি।

লেকটাউন সমাজবন্ধু

একটি সমাজসেবী সংগঠন

শঙ্করলাল ঘোষাল

বিগত ১৪২২ সালের (ইং ২০১৫) বাংলা নববর্ষের এক সকালে কয়েকজন সম্ভাবাপন্ন মানুষের মনের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস থেকে জন্ম হয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের চেতনা লেকটাউন অঞ্চলে। নিবিড় আলোচনার পরে স্থির হয় সংগঠনের প্রচেষ্ঠা থাকবে, সমাজের পিছিয়ে থাকা মানুষের সাহায্যের জন্য কিছু কাজ করা। কর্মপরিধির ক্ষেত্রে আরও বিস্তৃত করার প্রচেষ্টা চলছে শুধুমাত্র এই বিশ্বাসে যে, সমাজে আর্থিক ভাবে সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও কত প্রবীন নাগরিক, আকস্মিক দুর্ঘটনাগ্রস্থ পীড়িত বা নিঃসঙ্গ মানুষ, যাদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত, 'বন্ধু' যেমন নিঃস্বার্থ ভাবে এগিয়ে আসে, পাশে থাকে, সেই ভাবেই বিভিন্ন সেবামূলক কাজে মনোনিবেশ করবে এই উদ্দেশ্য নিয়েই গড়ে উঠেছে 'লেকটাউন সমাজবন্ধু'।

বিগত ২ বছরে যে সমস্ত কাজ লেকটাউন 'সমাজবন্ধু' করতে পেরেছে তা সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হল।

২০১৫ সাল: ৯ থেকে ১০ মে (২৫ ও ২৬ শে বৈশাক ১৪২২) পূর্ব মেদিনীপুরের অন্তর্গত পাঁউশি গ্রামে 'অন্ত্যোদয় অনাথ আশ্রম এর শতাধিক আবাসিকদের সাথে বর্ণাঢ্য শোভা যাত্রা সহকারে গ্রাম পরিক্রমা, কবিতা, নাচ, গান ও নাটকের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। আশ্রমের বালক বালিকারা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও আশ্রমের অন্য একটি বিভাগ বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের সকলকে কেক মিষ্টি ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন রকম ঔষধ, শিক্ষা সামগ্রী স্বাধ্যমত প্রদান করা হয়েছে। এক জন আশ্রম বালিকার জীবন ধারণের জন্য এক বৎসরের প্রয়োজনীয় যাবতীয় খরচের ব্যয় ভার বহন করার দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আশ্রমের বালক বালিকাদের মধ্যে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ও পরে পুরস্কার প্রদান সকলের কাছে উপভোগ্য হয়েছে। অনাথ আশ্রমের কর্ণধার শ্রী বলরাম করণ এই ধরনের অনুষ্ঠানে খুব খুশি হয়েছেন।

২০১৬ সাল: ৭ থেকে ৮ মে (২৪শে বৈশাখ ১৪২৩) পূর্ব মেদিনীপুরের অন্তর্গত পাঁউশি গ্রামে অন্ত্যোদয় অনাথ আশ্রমের আবাসিকদের সাথে ২০১৫ সালের অনুরূপ একই ধরনের অনুষ্ঠান করা হয়েছে। একজন আশ্রম বালিকার জীবন ধারণের দায়িত্বও নেওয়া হয়েছে।

১৫ আগষ্ট: নিউটাউনে অবস্থিত 'বোধনা' আশ্রমের শতাধিক মানসিক ও শারীরিক ভারসাম্যহীন বালকদের সাথে যৌথভাবে ইষ্ট কলকাতা কালচারাল অর্গানাইজেশনের সহযোগীতায় স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন সফলতার সাথে পালন করা হয়েছিল। আশ্রমের আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বিশেষ অতিথিদের উপস্থিতিতে জাতীয় পতকা উত্তোলন এবং সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সকলকে মুগ্ধ করে। দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজনও ছিল।

২১শে আগষ্ট: লেকটাউন মুক্ত মঞ্চে একটি মতামত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই সভায় অনেক আঞ্চলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি যোগদান করেন ও তাঁদের চিন্তাধারা ব্যক্ত করেন। আলোচনাতে সকলেই উপলব্ধি করেন যে সমাজবন্ধু সংস্থার ভবিষ্যৎ কর্মসূচিকে সফল করতে অঞ্চলের অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সমর্থন ও সহযোগিতা অবশ্যম্ভাবী।

২৮ সেপ্টেম্বর: এই দিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তি অঞ্চলে আনন্দবাদ পোষ্ট অফিসের অধীনে মহেশপুর গ্রামে মহেশপুর রাখাল চন্দ্র সেবাশ্রমে ২২ জন বালকের জন্য এক মাসের খাদ্যদ্রব্য শ্রী অমল পন্ডিতের হাতে তুলে দিতে পেরে লেকটাউন সমাজবন্ধু গর্বিত।

২০১৭ সাল: ২৬ জানুয়ারি হুগলী জেলার গোঘাট শুনিয়া গ্রামে ক্ষুদিরাম বিদ্যাভবন প্রাঙ্গণে, শ্রী মনোরঞ্জ রায়ের সহযোগীতায় এক

(('বন্ধু' যেমন নিঃস্বার্থ ভাবে এগিয়ে আসে, পাশে থাকে, সেই ভাবেই বিভিন্ন সেবামূলক কাজে মনোনিবেশ করবে এই উদ্দেশ্য নিয়েই গড়ে উঠেছে 'লেকটাউন সমাজবন্ধু'।

বিশাল স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন হয়েছে। মোট ১৫৪ জনের ই সি জি, ব্লাড সুগার, ব্লাড পেসার পরীক্ষা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোঘাটের বিধায়ক শ্রী মানস মজুমদার।

ফেব্রুয়ারি মাসে ২৪ পরগনা জেলার হিঙ্গল গঞ্জের সাহেবখালি গ্রামে সুজন সংস্থার আমন্ত্রণের একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন হয়েছিল। সমাজবন্ধুর পক্ষ থেকে ৫ জন বন্ধু যোগদান করেছিলেন। সুজন সংস্থার এই কর্মকাণ্ড দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে চালিয়ে আসছেন ডাঃ অরুণোদয় মণ্ডল। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাজবন্ধু অত্যন্ত গর্বিত ও ধন্য মনে করছেন।

২ এপ্রিল বিশ্ব অটিজম দিবস উপলক্ষে 'প্রথম পদক্ষেপ' শিক্ষা কেন্দ্রে আয়োজিত হয় একটি সুন্দর অনুষ্ঠান। ১৫ জন ছাত্রছাত্রী, যারা এই রোগে আক্রান্ত, সকলকে নিয়ে অঞ্চল পরিক্রমার মধ্যে দিয়ে এক সচেতনতা শিবিরের আয়োজন হয়। সমাজবন্ধু সংস্থা বছরের বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে এবং নানারকম গঠনমূলক, সেবামূলক কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখতে উদ্যোগী।

ইস্ট কোলকাতা কালচারাল অর্গানাইজেশন
মাণিক্য মঞ্চ
প্রতি মাসের প্রথম রবিবার নিয়মিত নাটক প্রদর্শন
ইচ্ছুক নাট্যো দলগুলিকে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।
গান্ধী সেবা সঙ্ঘ, ২০৭/১, এস কে দেব রোড, কল-৪৮
নির্মল শিকদার: ৯৮৩০০৯৭৩৮, ধনঞ্জয় আঢ্য: ৯৬৭৪০৬০৪৫০
email: ekco2006@gmail.com

সংঘ সংবাদ

গান্ধী সেবা সংঙ্ঘের প্রতিদিনের নিয়মিত কর্ম কান্ড সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলেছে। গত মার্চ মাসে এলোপ্যাথি বিভাগে ২৭৮ জন রুগী পরিষেবা পেয়েছেন। হোমিওপ্যাথি বিভাগে ৩৩০ জন রুগী ডাক্তার দেখিয়ে ঔষুধ পেয়েছেন।

চক্ষু বিভাগে প্রায় ১৩০ জন মানুষ ডাক্তার দেখিয়েছেন। সোমবার সকাল ও বৃহস্পতিবারে বিকেলে চক্ষু বিভাগে ৪০ জন বিনা মূল্যে চশমাও পেয়েছেন। গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালে সমস্ত রকম রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি, সোনোগ্রাফী, এক্সরে নিয়মিত হচ্ছে। এসব ব্যাপারে বিস্তারিত খবরের জন্য যোগাযোগ করবেন হাসপাতালের ফোন নম্বর - ২৫৩৪৫৫৭৯/৯৯০৩৩২১৭৭৭ Email no: gsshospitalkolkata@gmail.com

ঋতুরাজ বসন্ত

বাসুদেব ঘোষ

হে বসন্ত, হে সুন্দর ধ্যান ভরা ধন - বৎসরের শেষে আপানারে তপ্ত করে, ধৌত করে, ছাড়ে আভরন; ত্যাগের সর্বস্ব দিয়ে ফল অর্ঘ্য করে আহরণ -- তোমার উদ্দেশ্যে।

কবি গুরুকে স্মরণ করে ঋতুরাজ বসন্তকে আহবান করি। পঞ্চ ঋতুর শেষে ষষ্ঠ ঋতুর পদার্পণে ধরিত্রী যেন নিজেকে নবরূপে সজ্জিত করে ঋতুরাজকে আমন্ত্রণ জানায়। শুকনো পাতার জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে বৃক্ষ-বৃক্ষাদি নতুন পাতার মোড়কে সজ্জিত করে বসুন্ধরাকে প্রণাম জানায়। কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে লাল ফুলের সমারোহে নীরব সুরে

গান গেয়ে বলে, ''রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো আমায়, রাঙিয়ে দিয়ে যাও।''

পাঁচ হাজার বছর আগে সত্য ত্রেতা কলির যুগে বৃন্দাবন ধামে শ্রী কৃষ্ণ শ্রী রাধা ও ষোড়শ গোপিনীর অঙ্গে বসন্তের ফাগে রাঙিয়ে দিয়ে গেছেন। সেই ফাগের রং কালে কালে প্রবাহমাণ হয়ে ভারতবাসীর মনে জোয়ার লেগে ঐ দিনটিকে মহা উৎসবরূপে পালন করে থাকে। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্রই রামধনু রঙে রাঙিয়ে সর্বত্র যেন একই কণ্ঠে গান গেয়ে ওঠে 'হোলি হ্যায় হোলি হ্যায়'।

কিন্তু এহেন হোলির দিনে বিষাক্ত কাঁটার বিছের মতো হিংসার পঙ্কিল স্রোতে ক্ষণে ক্ষণে রক্তের হোলি খেলা চলে। প্রশাসনকে তটস্থ হয়ে থাকতে হয়। মনে পড়ে এমনি এক হোলির দিনে আমার এক প্রিয়জন রক্তের নদীতে স্নান করে ছিলো। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের ব্যবধানেও তার কথা আজও ভুলিনি। দিনের শেষে হোলির রঙে রাঙিয়ে শ্রীকৃষ্ণ শ্রী রাধার মান ভঞ্জন করে 'দেহি পদবল্লভ মুদারম' বন্দনায় শ্রী রাধার পদ যুগল ধারণ করেন। শ্রী রাধাকে উপেক্ষা করে অন্যান্য গোপীগণের সঙ্গে হোলিতে নিশি যাপন করে সর্বাঙ্গে হোলির রঙ্গে রাঙিয়ে শ্রীরাধার নিকটে শ্রীকৃষ্ণ আগমন করলেন। তীব্র অভিমান শ্রীরাধা শ্যামসুন্দরের প্রত্যাখ্যান করলে শ্যাম সুন্দর শ্রীরাধার পদযুগল ধারণ করেন যার প্রতিটি বর্ণনা ভক্ত কবি জয়দেবের গীত গোবিন্দতে লিপিবদ্ধ আছে।

এতো ভক্তি ও পুরানের কথা। কিন্তু ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধানীতে হোলির মাহাত্ম্য শতকের পর শতক লিপিবদ্ধ আছে অথবা পাহাড় কিংবা মন্দির গাত্রে অঙ্কিত আছে। বিশেষত পূর্ব ভারতে এর প্রচলন ছিলো সর্বাধিক।

হোলির সংস্কৃত নাম হোলিকা। প্রাচীন গ্রন্থ যামিনীর মীমাংসা সুত্রে এর উল্লেখ আছে। পুরানের পূর্নিমা মন্ত্র মতে ফাল্গুনের শেষ পূর্নিমায় দোল পূর্নিমা নামে খ্যাত এই অনুষ্ঠানে সাধারনত বিবাহিত রমনীরা সংসারের মঙ্গল কামনায় এই ব্রত পালন করতেন।

বিন্ধ্য প্রদেশের রামগড় মন্দির গাত্রে খ্রীষ্ট্র পূর্ব তিন শত বছরের পূর্বে হোলি উৎসব অঙ্কিত আছে। পিচকারীর সাহায্যে একে অপরের গাত্রে রং প্রদান করছে। রত্নাবলীতে রাজা হর্ষবধনের (৭০০ খ্রীস্ট্রাব্দ) হোলি উৎসবের উল্লেখ আছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভ্রমনকারী আলবেরুনী তার ভ্রমন কাহিনীতে সে যুগের হিন্দু - মুসলমানদের মিলিত হোলি উৎসব পালনের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর বিজয় নগরের রামগড় হ্যাম্পি মন্দির গাত্রে ও আহমেদাবাদের মন্দির গাত্রে এর নিদর্শন পাওয়া যায়। আর মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য দেব পাঁচ শত বৎসর পূর্বে নদীয়ার হোলির দিনে হরি সংকীর্তনে হোলির রঙ্গে রাঙিয়ে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রেমলীলা বিতরন করতেন। যখন সমগ্র বাংলা হানাহানি কাটাকাটিতে রক্ত স্নাত তখনই শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাব নবদ্বীপ ধামে। তখনই তিনি রাধাকৃষ্ণের নামগানে মাতোয়ারা হয়ে বঙ্গবাসীর নামে ভ্রাতৃত্ব বোধ জাগরন করেছিলেন। মুসলমানেরাও দলে দলে সেই নাম গানে যোগ দিয়েছিলেন।

ভ্রাতৃত্বের বন্ধুত্বের এক মিলন সেতু রচিত করেছিলো। এমনকি জগাই মাধাইয়ের শুদ্ধি করন এই হোলির দিনেই হয়েছিলো। হৃদয়হীন বিচারক কাজিও নামগানে যোগ দিয়ে হোলির দিনে নিজেকে পরিবর্তিত করেছিলেন। দক্ষিনের মৃদু মন্দ সমীরনে মন প্রান জুড়িয়ে যায়। হে ঋতুরাজ তোমাকে সাদর আমন্ত্রন জানাই।

কলকাতায় বসন্ত নেই

গৌতম রায়

কলকাতায় কিন্তু বসন্তকাল বলে কিস্যু নেই। এখন তখন কোনো কালেই নেই। কলকাতায় বসন্ত আদৌ আসে কিনা তা নিয়েও আমার ঘোর সন্দহ আছে। ওসব এক্কেবারে শান্তিনিকেতনী ব্যাপার স্যাপার। অনেকেই অফিস কামাই করে খুব ভোরে কষ্ট করে উঠে বিশ্বভারতী (ট্রেন) বোঝাই করে শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসবে যান। ছাতিমতলায় দাঁড়ান। ওখানকার ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে নাচেন, গান ধরেন, বসন্ত জাগ্রত দ্বারে --। এমন অনেকের ইন্টারভিউ করে আমি দেখেছি সবাই যান বলে উনি গেছিলেন। সবাই নাচে তাই উনিও নেচে এলেন। কিন্তু বসন্ত ব্যাপারটা কিছুই বুঝলেন না। বসন্ত আসা ব্যাপারটা যে কী সেটা যদি উনি শান্তি নিকেতনের পুরনো আশ্রমিকদের একটু সাহস করে, লজ্জা এড়িয়ে জিজ্ঞেস করতে পারতেন তবে উত্তর পেতেন -- ওই যে ছাতিমতলায় দাঁড়ালেন, ক'দিন আগে এলে দেখতেন ন্যাড়া। পাশেই ঝাড়খন্ড, সেই হাড় কাঁপানো পাতা খসানো ঝাড়খন্ডি শীতে গোটা শ্রী নিকেতন শান্তি নিকেতনের সব গাছের পাতা শুকনো রস-কষ হীন মুচমুচে হয়ে খসে পড়ে গেল। ওখানে সবাই তো এক-আধটু রাবিন্দ্রীক তাই গাছের পাতা খসতে মন খারাপ হয়ে গেছিল। শীত গিয়ে বসন্ত আসতে গাছে নব পত্রিকার সমাগমে সবার মনে আনন্দ। নাচি-নাচি ভাব। তাই বসন্ত উৎসব। আমরা শান্তিনিকেতন গেলাম। যে যতটা পারি নেচেও দিলাম। লাল, শিমুল, পলাশের না হোক কলকাতা থেকে নিয়ে যাওয়া সিনথেটিক আবির খেললাম। কিন্তু গাছে পাতা গজানোর জন্যই যে এত আনন্দ তা তো জানি না। জানবই বা কী করে আম, জাম, কাঁঠালের গাছ হয়ত চেয়ে দেখতে পারি। শহুরে বলে গাছে উঠে ফল পাড়া নিদেনপক্ষে ঢিল ছোঁড়া অভ্যেসের মধ্যে না থাকলেও ফলের গাছ হলে দেখতে পারি। লোভে জিভ বেরিয়ে আসে। কিন্তু ফল ফুল কিস্যু নেই শুধু গাছের পাতা দেখব! কেন? নইলে বৃক্ষ সচেতনতা চাগিয়ে ওঠায় এক-আধটা কী করে যেন গজিয়ে ওঠা বা বহুত ফাইট করে টিকে যাওয়া শুকনো অপুষ্ট গাছ এখানে-সেখানে যে আমাদের কলকাতায় নেই, তা নয়। আছে। অনেকগুলো গাছ একসঙ্গে দেখতে হলে অবশ্য রাজভবন যেতে হবে। ঢোকা তো সম্ভব নয় তবে দুর থেকে গাছ দেখলে পুলিস কিছু বলবে না। কিন্তু দেখবে কেন? শীতে কলকাতায় শীতের সঙ্গে যেমন আনন্দ পড়ে, মেলা জমে, খেলা জমে, ড্রেস-ট্রেস মেরে মানুষ, মানুষী দুদণ্ড প্রেমে পড়ে যে সে সময়ে গাছের পাতা কখন খসে পড়ল তা দেখার ফুরসৎ কই। দুঃখ তো দূর অস্ত। কলকাতায় শীতই বসন্ত। কবিগুরু বলতে চেয়েছেন বসন্তে শুধু গাছের পাতা নয় প্রেমেরও উদগম হয়। এটুকু অন্তত বলতে পারি কলকাতায় হয় না। আমাদের কলকাতায় যে শীতে হিমের সঙ্গে প্রেম পড়ে সেটা কোনোও কবি এখনো লিখেছেন কিনা বলতে পারব না। শীতেই যা হওয়ার হয়ে যেতে বসন্তে কখন গাছের পাতা গজালো তাও দেখতে মিস করে যাই। সে সব দেখতে গেলে আবার রাজভবন যেতে হবে। তবে ভাল জিনিস তো বেশি দিন থাকে না তাই দু দন্ড যেতে না যেতে শীত শেষ। শহরে শীতের শেষে বসন্ত এলে দুঃখে বুক এঁফোড় ওফোঁড় করে দেওয়া যে হাওয়া বয় তাতে দেখি সামাল সামাল রব ওঠে। ওই বসন্তের হাওয়া গায়ে লাগলে জ্বর, সর্দি, গর্মি। চিরকালে প্যাচ-পেচে গরমের একটা পূর্বাভাসও ওই হাওয়ায় থাকায় মনটা বসন্তের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। তা ছাড়া আরোও দুটো খুব খারাপ রোগও বসন্তের দ্যোতনা -- জলবসন্ত আর গুটিবসন্ত। ওঃ কি কষ্ট বাবা। তার ওপর রোগটা চলে যাওয়ার পরেও চিরকালের জন্য বাঁশ দিয়ে যাবে। মুখে খোদল করা গর্ত। ধুত্তোর, এমন বসন্ত কাল না পড়াই ভাল। এমন রোগ হওয়া নাকি 'মায়ের দয়া'। উত্তর কলকাতায় পাড়ায় এ রোগের নামই এই। মায়ের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই যে নিজের সন্তানকে এমন বিশ্রি দয়া করবে। যাক গে -- পাতের তেঁতোর মত সব কালই তো এক-আধটু পড়া দরকার। তবে এমন বসন্ত কালকে আর একটু খাটো করে এনে শীতটা আর একটু টেনে বাড়িয়ে দিলে আমরা কলকাতার লোকেরা প্যালা দেবো।

সমাজের সেবায় দায়বদ্ধ

গান্ধী সেবা সদন হাসপাতালে

এখন থেকে দুবেলাতেই **আল্টাসোনোগ্রফি**

সকাল ১১টা ও সন্ধ্যা ৬টায়

এছাড়া **ডিজিটাল এক্স-রে (সিমেন্স ও ফুজি)**

সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত

রক্ত ইত্যাদি পরীক্ষার জন্য প্যাথোলজি বিভাগ খোলা

সকাল ৮টা থেকে রাত ৭টা

উন্নত মানের বিশ্বস্ত পরিষেবা

অনেক কম খরচে।

গান্ধী সেবা সঙ্ঘ

কম্পিউটার শিক্ষাকেন্দ্র

অতি সুলভে তিন মাসের বেসিক কোর্স

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য
মাসিক ১০০ টাকা
এবং তার ঊর্ধ্বে ৫০০ টাকা
ভর্তি চলছে
অবিলম্বে যোগাযোগ করুন
ফোন নম্বর:
৯৩৩১০২৭৩৭৯/৮০১৩৮৪৩৩১৫
৯০৬২৪৮৫২৬০

গান্ধী সেবা সঙ্ঘে
সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
প্রতি শনিবার ও রবিবার বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত অতি যত্ন সহকারে নানারকম জামাকাপড় কাটিং শেখানো হয়। এখানে কাটিং শিখে স্বাবলম্বী হবার বিশেষ সুযোগ আছে।

উৎসবে রাঙা বসন্ত

বরুণ দেব ঘোষ

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজকে নিয়েই অর্থাৎ সমাজের মধ্যেই মানুষের বেঁচে থাকা। আদিম মানুষ বনে বাদারে বাস করত। বনের ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করত। তাদের পোশাক - আশাকের কোন বহর ছিল না। কারণ তখনও তারা সভ্য হয়নি। তারা প্রকৃত অর্থেই অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, ক্রমাগত মানুষ সভ্য হল, তারা ভাষা শিখল। একত্রে বসবাস করতে শিখল। এর ফল-স্বরূপ জনপদ গড়ে উঠল। তারা ফসল উৎপন্ন করতে শিখল এবং সুস্থ-স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকতে চাইল। কিন্তু মানুষ কেবল অন্ন সংস্থানের ওপর নির্ভর করে স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। তার চাই প্রানশক্তি, চাই আনন্দ, চাই উৎসব। কারণ মানুষ কখনও একক নয়। বহুর মিলনেই মানব জীবনের সার্থকতা। মনীষী বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর এ প্রসঙ্গে বলেছেন ''আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হউক, আমার শুভে সকলের শুভ হউক, আমি যাহা পাই, তাহা পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি''। এই ইচ্ছাটাই আসলে উৎসবের প্রাণ, ধর্ম, ঋতু, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি নানা বিষয়কে অবলম্বন করে আমাদের এই বাংলায় নানা ধরনের উৎসবের আয়োজন করা হয়। তার মধ্যে ''বসন্ত উৎসব'' উল্লেখযোগ্য। কারণ বসন্ত উৎসবের ঋতু পরিবেশ অনুকূল আর বন্ধুভাবাপন্ন বলেই না এ সময়ে উৎসবের এত ঘনঘটা, বস্তুত এ ব্যাপারে শরৎকে বাদ দিলে বসন্ত ঋতুকূলে একেবারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বসন্তকে অনেকে বলেন ঋতুরাজ। অনেকেই আবার প্রশস্তি বন্দনায় মুখর, বসন্ত মহিমার দিক থেকে দেখলে মনে হয় এগুলো অজ্ঞতা, অযুক্তি বা অবিবেচক প্রসূত নয়। বরং এদের অন্তরালে আছে প্রকৃত কিছু সত্যোপলব্ধি। কারণ বসন্ত ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে ও শুভ্রতায় যেন অনন্য। বসন্তের ঐশ্বর্য তার আলোয়, হাওয়ায়, পল্লবে পরাগে। আলোর কত না অগুনতি ঝরনাধারা এই বসন্তে। শীতের প্রভাতি কুয়াশা আর বৈকালী ধোঁয়াশা এই রাজেন্দ্র সমাগমে যেন কর্পূর হয়ে উবে যায়। এর বাড়ন্ত দিনগুলো যেন ঝলমলে আর তাজা রোদের কাছ থেকে পুষ্টি আহরণে তৎপর। বসন্তের আলোয় শীতের নমনীয়তা বা আদর সোহাগ হয়তো নেই, শৈত্য ও ঊষ্ণতায় মিলে যে হয়তো কখনও স্নিগ্ধ, আর কখনও প্রায়-রুদ্র। কিন্তু তাই বলে অস্বীকার করি কী করে যে, এই বিপরীত প্রকৃতির সংশ্লেষই বসন্তের আলোর বিশেষ সম্পদ। রাজ-রাজেন্দ্রর চাহনিতে কোমল ও কোঠর দুই-ই না থাকলে কি চলে? এ ঋতুর হাওয়ায় আনন্দের আগমণী। শীতের উত্তুরে হাওয়ার শাসন শেষে বসন্তের দক্ষিণ হাওয়ার প্রশ্রয় যেন মূর্তিমান রাজ-দাক্ষিণ্য, আশায়-আনন্দে অতি বড় নিঃস্বকে দিগ্বিজয়ীর সপ্নাঞ্জন পরায় সে, ওদিকে গাছের পাতায়-পাতায় নব জীবনের স্পন্দন, ঝরা পাতার দিন শেষে ভরা পাতার মহিমা। নব মুকুলিত আম্রপল্লবের মাঝখানে বিকশিত মঞ্জরী। যত্র-তত্র মধুসন্ধানী মৌমাছির গুঞ্জন, পরাগ রেনুর স্থানবদল। বসন্তের সৌন্দর্য্য তার বিস্ময়কর পরিমিতিতে তার অবাক করা পরিচ্ছন্নতায়, না শীত আর না ঊষ্ণতা বজায় রাখার দৌলতে নাতিশীতোষ্ণ নামটি তো বসন্তেরই প্রাপ্য। ওদিকে আলো-অন্ধকার বা দিন-রাত্রির দৈর্ঘের হেরফেরটুকুও বসন্ত যেন ঘুচিয়ে দিতে সচেষ্ট। এছাড়া পরিচ্ছন্নতা তো এ ঋতুর চিরসঙ্গী, চিরবন্ধু। বসন্ত হামেশাই নিমের্ঘ আকাশে অনন্ত লোকের পরিচ্ছন্নতা, নিত্যদিন ঘাসে ঘাসে নিরাপদ দুরত্ব, বন-জঙ্গল নিবিড়তার মাত্রাজ্ঞান বজায় রেখে আশ্চর্যরকম বাহারী শুভ্রতা, ঋতুরাজের অন্য নাম। ধরার দাবদাহ নেই, জলকাদার অস্বস্তি নেই, কীট-পতঙ্গের দাপট নেই, কাটা ফসলের ঝাড়াই-মাড়াই নিয়ে কল-কোলাহল বা ব্যস্ততা নেই, সর্বত্র সজীবতৈ, স্বস্তি, স্বাভাবিকতা বিরাজমান। দিকে দিকে লাগে বসন্তের জীবন-সঞ্জিবনীর অমৃত স্পর্শ। ইতর প্রাণীদের ঘুম ভাঙার গান শোনাতে যেমন, উন্নত জীবের আশা রঙিন চলিষ্ণুতা সঞ্চারেও তেমনি বসন্তের জুড়ি নেই। বসন্তে আছে মাভৈঃ মন্ত্রের সোনার কাঠি। তখন বিবর ছেড়ে ইতর প্রাণীরা যেমন বাইরে ছোটে, উন্নত প্রাণীরাও তেমনি ঘরের তো বটেই মনেরও অনেক বন্ধ দরজা খুলে দেয়। দখিন হাওয়া নিমেষে ঘরে ঢোকে, কত কি জিনিস উড়িয়ে ছড়িয়ে তুলকালাম কান্ড বাঁধায়। ওদিকে মন দেখতে দেখতে ফানুস হয়ে ওঠে। আশায়-আনন্দে-উত্তেজনায় স্বপ্নের মেঘ লোক বিহারী হয়ে কল্পনার কত কী ইন্দ্রধনু আঁকে। রঙে-রসে শূন্য প্রাণেও জাগে ভরা জোয়ারের প্লাবন। আগেই বলেছি বসন্ত উৎসবের ঋতু দোলযাত্রা, বাসন্তী পূজা, অন্নপূর্ণা পূজা, রামনবমী, চরক পূজা, গুড ফ্রাইডে যেন থরে থরে সাজানো। ফাল্গুনের শুক্লা চতুদর্শী তিথিতে ''বুড়ির ঘর'' বা নেড়া পোড়ানোর সময় ছেলে-বুড়োর বয়সের পার্থক্য ঘুচে যায়। তার পরদিন পূর্ণিমার শুভলগ্নে রাধা কৃষ্ণের পূজা, দোলায় বসে আবীর-কুমকুমে রঞ্জিত হল দেবদেবী। ভক্তরা তখন রঙ মাখামাখিতে আনন্দোময়। এরপর বাসন্তী পূজা, আসলে বসন্ত কালে দেবী দূর্গার পূজা আর কি। এটাই হল শাস্ত্রোক্ত যথাকালের দুর্গাপূজা। শারদীয় পূজার অকাল বোধন। চৈত্রের শুক্লা অষ্টমীতে বিষিক অন্নপূর্না পূজা। দেবী এখানে রক্তবর্ণা বিচিত্র-বসনা, অন্নপ্রদানে নিরতা ভব দুঃখীর ভূমিকায়। চৈত্রের শুক্লা নবমীতে রামনবমী। পুর্ণবসু নক্ষত্রযুক্ত এই তিথিতে শ্রীরামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে এই নাম। এই নবমীর মধ্যাহ্নে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম ভাবনা করা হয়। রামচন্দ্র সাধক বৈষ্ণবরা পরম ভক্তি ভরে রামনবমী ব্রত পালন করেন। চড়ক পূজার গণতান্ত্রিক রূপটি লক্ষণীয়। আপাত দৃষ্টিতে এটি শিবের পূজা। কিন্তু আরও বহু দেবতা এতে পূজা পান। পূজা বা উৎসবের সময় ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই যোগ দেন। তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর মানুষের অবাধ অংশগ্রহণ চড়ক উৎসবকে এক মহিমা দিয়েছে। ''গুড-ফ্রাইডে'' খ্রীস্টানদের এক পবিত্র উৎসব। ঈস্টার-এর আগের শুক্রবারটি ক্রুশবিদ্ধ যীশুর বার্ষিক তিরোধান দিবস হিসাবে পালন করা হয়। সত্যি কথা বলতে গেলে কি, বসন্তের দিনে সবাই উৎসব মুখর। মানুষ যেমন ফুল-কীটপতঙ্গ আর পাখির তেমনি। ফাল্গুন-চৈত্রে বাংলার পথে ঘাটে ফুলের মেলা। ফোটা ফুলের মহোৎসব। ''পারুলের হিল্লোল'' আর ''শিরীষের হিন্দোল'' বিশ্ব প্রকৃতিকে আকুল করে। অশোক আর পলাশ আকাশে বাতাসে রাশি রাশি ''রাঙা-হাসি'' ছড়ায়। ওদিকে ''দখিন হাওয়ার স্রোতে''। ''বকুল গন্ধে বন্যা''। মাধবী বিতানে বায়ু গন্ধে বিভোর। চাঁপা আর করবীর ডালপালা উতলা। এছাড়া আরও কত যে ফুল এই বসন্তে। মালতি-মল্লিকার বাহার কাঞ্চন রঙ্গন এর দীপ্তি। হেনা রজনীগন্ধার সুবাস। জুঁই-শিমূল এর মহিমা , পারুল-পিয়াল এর ঐশ্বর্য। কিংশুক, গোলাপ আর জবার প্রাচুর্য যেন বসন্তকে রাজবেশ পরায়। ওদিকে জীব জগতে জাগে নতুন প্রাণের সাড়া। কোকিলের কলগীতি, বসন্তকে ভাষা দেয়। প্রজাপতির ব্যস্ততা, মৌমাছির গুঞ্জন, আর দোয়েল-কোয়েল-এর গান দখিন হাওয়ার জাদুস্পর্শে বিশ্ব চরাচরকে গান শোনায়। বৈশাখীর আগমনী বার্তা জানায়, এটাই তো বসন্তের মাধুর্য। যাতে চরাচর মুখরিত হয়ে ওঠে। মানুষের মন মেতে ওঠে নবজীবনের স্পন্দনে।

AGNI
AGNI POWER & ELECTRONICS PVT. LTD.
Leader in Solar PV Engineering
An ISO 9001 :2008 and OHSAS: 18001 : 2007 Certified Company
MNRE, Govt. Of India
Accreditated Channel Partner
HEAD OFFICE:
114, Rajdanga Gold Park (1st floor), Kolkata-700 107
Tele Fax: (091) (33) 4005-1193/4061-0038
E-mail: Info@agnipower.com/Web: www.agnipower.com

সুধাকুঞ্জ
বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে ভাড়া দেওয়া হয়
স্থান - কেষ্টপুর ঘোষ পাড়া
কোলকাতা - ৭০০১০২
যোগাযাগ: বাসুদেব ঘোষ
৯৮৩১৩৪৫৯৩৩

গান্ধী সেবা সঙ্ঘ কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার

যুগের সাথে চলতে কম্পিউটার শিখতেই হবে

সেবক প্রতিবেদন: প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা, আমাদের দেশে এক সময় সই করতে পারলেই শিক্ষিতের মর্য্যাদা পাওয়া যেত। সারা দেশে সেই অবস্থার উন্নতি হয়েছে অনেকটাই। এখন, স্কুলে যায়না তোমাদের এমন বন্ধুবান্ধব খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। এতো খুব আনন্দের কথা। কিন্তু, দুনিয়া পাল্টিয়ে যাচ্ছে খুব দ্রুত গতিতে। তোমরা নিশ্চয় এটাও জানো আর সবসময় দেখছো ট্রেনের টিকিট কাটা থেকে আরম্ভ করে ব্যাঙ্ক, অফিস - যেখানেই যাও, যেদিকেই চাও, সব কাজ হচ্ছে কম্পিউটারে। ল্যাপটপ নিয়েও লোকে কাজ করছে ট্রেনে চলতে চলতে বা অন্য জায়গায় বসে। ইন্টারনেটের দৌলতে সারা দুনিয়া এখন হাতের মুঠোয়। এক কথায়, শুধু ক্লাসের বইয়ের পড়া মন দিয়ে পড়লেই হবে না। বড় হয়ে চাকরি বা ব্যবসা যাই করো তোমাকে এখন থেকেই ভালো করে কম্পিউটার শিখতেই হবে। এমনকি, ভালো করে পড়াশুনার জন্যেও ইন্টারনেট চালাতে জানতে হবে।

কম্পিউটার শেখা যে জরুরী তা নাই বোঝা গেল, কিন্তু শেখার উপায় কি? সাধারন নিম্নবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের অধিকাংশ বাড়ীতে কম্পিউটার কেনা তো দুরের কথা এমনকি রাখারও জায়গার অভাব। অনেক সাধারন স্কুলেও কম্পিউটার আছে বটে, কিন্তু সেখানে হাতেকলমে শেখবার সুযোগ কম। তোমাদের এই সব সমস্যার কথা ভেবেই ৭০ বছরের প্রাচীন সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান গান্ধী সেবা সঙ্ঘের কম্পিউটার বিভাগ খুব কম খরচে স্কুল ও কলেজ ছাত্র - ছাত্রীদের জন্য প্রাথমিক কম্পিউটার শেখা ও প্রাকটিশের ক্লাস শুরু করেছে, খুব কম খরচে। তাই, আর দেরি নয়, স্কুলে, বাড়িতে, আর বন্ধুদের সঙ্গে কথা বল, চলে আসো তোমাদেরই গান্ধী সেবা সংঙ্ঘ কম্পিউটার সেন্টারে। শুধু শেখা নয়, কম্পিউটার প্রাকটিশেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে, তোমাদেরই কথা ভেবে। নতুন ব্যাচ শুরু হবে অল্প কদিনের মধ্যেই, অতএব, এই ব্যাচে সুযোগ পেতে আর দেরী নয়।

মাননীয় অভিভাবকদের প্রতি

আপনাদের ছেলে মেয়েরা যেমন স্কুলে পড়া শুনা করছে তেমনি ভবিষ্যতের কথা ভেবে এখন থেকেই ওদের কম্পিউটার শেখান। আমরা ওদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই খুব কম খরচে কম্পিউটার শেখা ও প্রাকটিশের ব্যবস্থা করেছি। এ সুযোগ হারাবেন না। আজই ভর্ত্তী করুন। আরও জানতে গান্ধী সেবা সংঙ্ঘে আসুন বা ফোন করুন, এই অনুরোধ। সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেনীর ছাত্র - ছাত্রীদের জন্য।

প্রতি ব্যাচে মাত্র বারো জন। সপ্তাহে দুদিন, তিন মাসের কোর্স। কোর্স শেষে পরিক্ষা ও সার্টিফিকেট। মাসে মাত্র পঞ্চাশ টাকা। পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিদের সম্পূর্ণ কোর্স ফী ফেরত। ডঃ হিরন্ময় সাহা, প্রেসিডেন্ট (৯৮৩০১২৪০৭৩), গৌতম সাহা, সেক্রেটারি (৯৪৩২০০০২৬০), অবন সাহা, (৯৮৩০৪৮৭২৫৭), অভিক গুহঠাকুরতা (৯৩৩১০২৭৩৭৯), যুগ্ম আহ্বায়ক, গান্ধী সেবা সঙ্ঘ কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার।

গান্ধী সেবা সঙ্ঘ, গান্ধী মোড়, ২০৭/১, এস, কে, দেব রোড, শ্রীভূমি, কলকাতা ৭০০০৪৮।
(০৩৩)২৫২১৪০১১
Email :
gandhisevasangha1946@gmail.com

GANDHI SEVA SADAN HOSPITAL

OPD Dr. LIST

		MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
PSYCHIATRY							
DR.(Col) PRADYUT SARKAR	MD		4-6pm				4-6pm
ONCOLOGY							
DR.Prof. SRIKRISHNA MONDAL	MD(PGMIR, Chandigarh)		6-8pm				
ENT							
DR. Prof. AJIT SAHA	MBBS(Gold), MS,DLO(Lond) RCS(ENG), MS(ENG)		11-1am		11-1am		
DR. (Col) SOURAV CHANDA	MBBS DLO MS(Cal)	6-8pm		6-8pm	6-8pm		11-1am
EYE							
DR. SAIBAL MAITRA	MS(OPHTH)			6-8pm			6-8pm
DR. RUPAM ROY	MS(OPHTH)	6-8pm					
UROLOGY & KIDNEY TRANSPLANT							
DR. SANDEEP GUPTA	MS, MCh(Urology & Kidney Transplant)				3-5pm		
DENTAL							
DR. SIDDHARTHA CHAKRABORTY	MDS						
DR. S. SANTRA	BDS	10-1pm	10-1am			10-1pm	
DR. ATREYI CHAKRABORTY	BDS		4-8pm				4-8pm
DR. DEBASREE BANIK	BDS	4-8pm		10-1am			
DR. SANTANU MUKHERJEE	BDS			4-8pm	10-1am		
DR. PRADIPTA ROUCHOUDHURY	BDS				4-8pm	4-8pm	10-1am

GANDHI SEVA SADAN HOSPITAL
OPD Dr. LIST

		MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
MEDICINE							
DR. T K. CHATTARAJ	MD	9-11am				9-11am	
DR. SUDIPTA CHATTERJEE	MD(Med), DNB (Med)	4-6pm				4-6pm	
DR. SUBHODIP PAUL	MD, MRCGP					6-8pm	
DR. B. K. GUPTA	MBBS, MD(Gold Med)				6-8pm		
DR. PRIYADARSHI BAGCHI	MD(Med), PGDCC(Card)	6-8pm		6-8pm			6-8pm
DIABETOLOGY							
DR. S. B ROYCHOUDHURY	MBBS, MRCP,MSc(Diab)		4-6pm				
CARDIOLOGY							
DR. SWAPAN DEY	MD, DM				9-11am		
DR. KAKOLI GHOSH	MD, DM, FIACTO(Card)					6-8pm	6-8pm
DR. DIPTENDRA BAGCHI	MBBS, DIP(Card), DRMSc	4-6pm					4-6pm
GASTROENTEROLOGY							
DR. SUBHABRATA GANGULY	MD, DM		6-8pm				
ORTHOPAEDIC							
DR. A. K. SINGH	D.OTHRO, MS(Ortho)Mrcs Ed(uk)			4-6pm			4-6pm
DR. T. KARMAKAR	MS(Ortho)		6-8pm				
GYNAECOLOGY							
DR. B. N. DHAR	MD, DGO, FSIS	10-12pm	10-12pm	10-12pm	10-12pm	10-12pm	10-12pm
DR. D. GANGULY	MD, DGO, FSIS	11-1pm				4-6pm	11-1pm
DR. BIBHASWATI ROY	MD, D&O		11-1pm		11-1pm		
DR. TRINA SENGUPTA	MBBS, DGO, DNB	6-8pm					
PAEDIATRIC							
DR. T. K. DAS	MBBS, DCH		9-11am		9-11am		9-11am
DR. TAPAS CHANDRA	MBBS(Cal), PGDMCH			4-6pm			4-6pm
DR. KRISHNENDU KHAN	DNB(1), MIAP(Ass)						
GENERAL PHYSICIAN							
DR. SAYANTAN MANNA	MBBS			11-1pm			
DR. INDRANIL BASAK	MBBS		11-1pm			11-1pm	
DR. ARPAN HALDER	MD	6-8pm	6-8pm	6-8pm	6-8pm	6-8pm	6-8pm
CHEST MEDICINE							
DR. A. C. KUNDU	MBBS, DTCD(Cal)	6-8pm		6-8pm			6-8pm
FAMILY MEDICINE & SKIN							
DR. JOY BASU	MBBS, DNB, FRSM(Lond)	6-8pm			6-8pm		
DR. SUBHAS KUNDU	MBBS,DVS,ISHA(Banglore)		11-1pm				
GENERAL SURGERY							
DR. DIPTENDU SINHA	MS, FAIS	11-1pm		11-1pm			
DR. S. S. MONDAL	FS, MS, FISGES		4-6pm		4-6pm		

গান্ধী সেবা সঙ্ঘের পক্ষে সুব্রত পাল কর্তৃক ২০৭/১, এস কে দেব রোড, কলকাতা-৪৮ থেকে প্রকাশিত ও মাল্টিমেড ক্রিয়েট, সি এ ৫/১৩, দেশবন্ধুনগর, কলি-৫৯ হইতে মুদ্রিত
২য় বর্ষ ● ১৩তম সংখ্যা। সম্পাদক: জবা গুহঠাকুরতা sebakpatrika@gmail.com